দুবারের পর অবশেষে ফোনটা রিসিভ করলো দীপু। ফোন রিসিভ করছিলনা কোনো ? অন্য দিক থেকে বলে ওঠে রিমা। ইচ্ছে করেনি তাই ধরিনি। ঘুম জড়ানো গলায় বলে দীপু। বল না আমার ওপর রেগে আছিস বলে ধরিস নি বলে রিমা। তার আগেরদিন আবার ঝগড়া করেছিল দুজনে। এটা তাদের রোজের ব্যাপার।

সেই ছোটবেলা থেকে চলে আসছে। যে ঝগড়া করে সেই তারপরের দিন ফোন করে তারপর আবার সব ঠিকঠাক। আজ কিন্তু দীপুর রাগ কমলো না। রাগে গিয়ে বললো ঘুমুতে দে। আমার ভালো লাগছে না। “ সামান্য ব্যাপারে তোর কি হয় বলতো,কি এমন ছিল যে এত রাগ তোর” প্রশ্ন করে রিমা। বললাম তো কিছু হয় নি। কাল থেকে জ্বর তাই শুয়েছিলাম। তুই তো কিছুই বুঝবি না ছাড়। বলে দীপু ফোন রাখতে যেতে রিমা বলে উঠে কাল আমার জন্মদিন কিন্তু। সেটা ভুলিস না আবার। থ্যাংক ইউ মনে করিয়ে দেয়ার জন্য বলে ফোন কেটে দেয় দীপু।

দিপু আর রিমা ছোটবেলা থেকেই বন্ধু। ওদের বাবারা ছিল স্কুল ফ্রেন্ড। সেই বন্ধুত্বটাই ওদের মধ্যে রয়ে গেছে। একসাথে স্কুল, কলেজে তো বটেই সমস্ত পছন্দই দুজনের এক।

কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না আবার একটুতেই ঝগড়া। কলেজে পড়ার সময় থেকেই দীপু রিমাকে ভালোবেসে ফেলেছিল। কিন্তু মুখ থেকে কোনোদিন বলতে পারেনি রিমাকে। যতবার বলতে গেছে ওকে হারিয়ে ফেলার ভয় এ আর ওর বন্ধুত্বকে হারিয়ে ফেলার ভয়এ আর কিছু বলতে পারেনি। আর রিমাও এই ব্যাপার নিয়ে কিছু ভাবে না বলে ভেবে ও আরও বলতে পারে না। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল ঠিক সময় মতো কথাটা বলবে রিমকে। কালকের কথাটা মনে পরতে বুঝতে পারে একটু বেশি রিএকশন দেখিয়ে ফেলেছে সে। কল লিস্ট ওপেন করে ফোন ধরতেই বলে দীপু বলে উঠে সরি রে। রাতে যাই হোক না কেনো আমি ঠিক সময় পৌঁছে যাবো। রেডি থাকিস। বলে ফোন কেটে দেয়। মা কে খাবার দিতে বলে মুখ ধুয়ে আসে। খেয়ে নিয়ে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায় রিমার জন্য গিফট কেনার জন্য ।

দীপু ফোন কেটে দেয়ার পর রিমা মনে মনে ভাবে তাহলে কি সত্যি দীপু তাকে ভালোবাসে। মনে পড়ে যায় কালকের রাতের কথা মনে পড়ে। সে যখন কাল কথায় কথায় তার বিয়ের ব্যাপারে বলতে শুরু করলো আর যখন বললো তার ইচ্ছে এন আর আই বর হোক আর বরের সাথে প্যারিস যাবে হানিমুন করতে তখনই দীপু হটাৎ করে চিৎকার করতে করতে চলে যায়। কথাগুলো মনে পড়ে যেতেই রিমা বলে উঠে তাহলে দিপু নিশ্চই আমায় ভালোবাসে। আশ্চর্য তো ও তাহলে আমায় বলতে পারে না কেনো। ও কি বুঝতে পারে না নাকি যে আমিও ওকে ভালোবাসি।তারপর নিজের মনে বলে ওঠে আমি তো বলতেই পারি কিন্তু যদি আমার ভুল হয়। যদি দিপু অন্য কাউকে ভালোবাসে তাহলে আমি বললে তো আমায় ভুল ভাববে । না আমি বলবো না। খানিকক্ষণ এই নিয়ে ভেবে ভেবে অবশেষে রিমা বলে যাই হোক না কেনো আমি আজ নিজেই বলবো। দিপুটা চিরকালের গাধা । ও নিজে থেকে কিছুই বলতে পারবে না। আজ রাতেই দিপু এলে আমি নিজে থেকে বলবো।মনে মনে ঠিক করে নিয়ে মা কে বলে শপিং

করতে বেরিয়ে যায়।

সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়। মাথা গরম করে ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল দিপু । হটাৎ করে বলে উঠে," মরুক গে যাক।আজ আমি রিমাকে বলবই ওকে আমি ভালোবাসি।ওকে বিয়ে করতে চাই। তারপর যা হবার হবে"। খানিকক্ষণ পর বৃষ্টি একটু কমতে মা কে বলে বাইক নিয়ে বেরিয়ে যায় দিপু। আবার বৃষ্টি শুরু হয়। নিজের মনে বৃষ্টিকে গালি দিতে দিতে আর বৃষ্টি তে ভিজতে ভিজতে রিমার বাড়ির দিকে চলে যায় সে।

দরজা খুলেই দিপুকে দেখে রিমা বলে তুই তো পুরো ভিজে গেছিস। আগে ড্রেস চেঞ্জ করে আয়। কোনো দরকার নেই আমি এখনিই চলে যাবো। শুধু তোকে বলেছিলাম বলে এসেছি।১২ টা বাজে happy birthday। চল কেক কাট আগে। কেক কেটে দিপুকে দিতে গেলে দিপু বললো আমি খাবো না।আমি চলে যাবো।দেরি হয়ে যাবে।

একটু দাঁড়া কথা আছে। যেতে গিয়ে দাড়িয়ে যায় দিপু। বল

কি বলবি। “তুই আমায় ভালবাসিস? আমি তোকে ভালোবাসি। তুই কি আমায় বিয়ে করবি?” একসাথে কথাগুলো জিগ্যেস করে দিপুকে। দিপু ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ তারপর বলে হ্যাঁ ভালোবাসি তোকে, অনেক দিন ধরে ভালোবাসি। কিন্তু বিয়ে করা আর সম্ভব নয়। কেন নয় চিৎকার করে জিগ্যেস করে রিমা। সব কিছুর উত্তর ঠিক সময় পাওয়া যায়।

আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি এলাম গুড নাইট। বলে বেরিয়ে যায় দিপু। দিপু চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষন ধরে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কেঁদে ফেলে সে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেও জানে না। হটাৎ করে অনেক রাতে ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ফোন ধরতে ওপাশ থেকে কাঁদতে কাঁদতে দিপুর মা বলে উঠে দিপু আজ তোদের বাড়ি যাওয়ার পথে অ্যাকসিডেন্ট করেছে। পিছন থেকে গাড়ি এসে মেরে দিয়েছে।ও আর নেই। বলে কাঁদতে শুরু করে আবার।

আর কিছু শুনতে পায় না রিমা। তার হাত থেকে ফোন কখন যেনো পড়ে গেছে। কানে তখনও বাজছে দিপুর শেষ কথাগুলো," সব কিছুর উত্তর ঠিক সময়ে পাওয়া যায়"।